অঞ্জনা

করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ

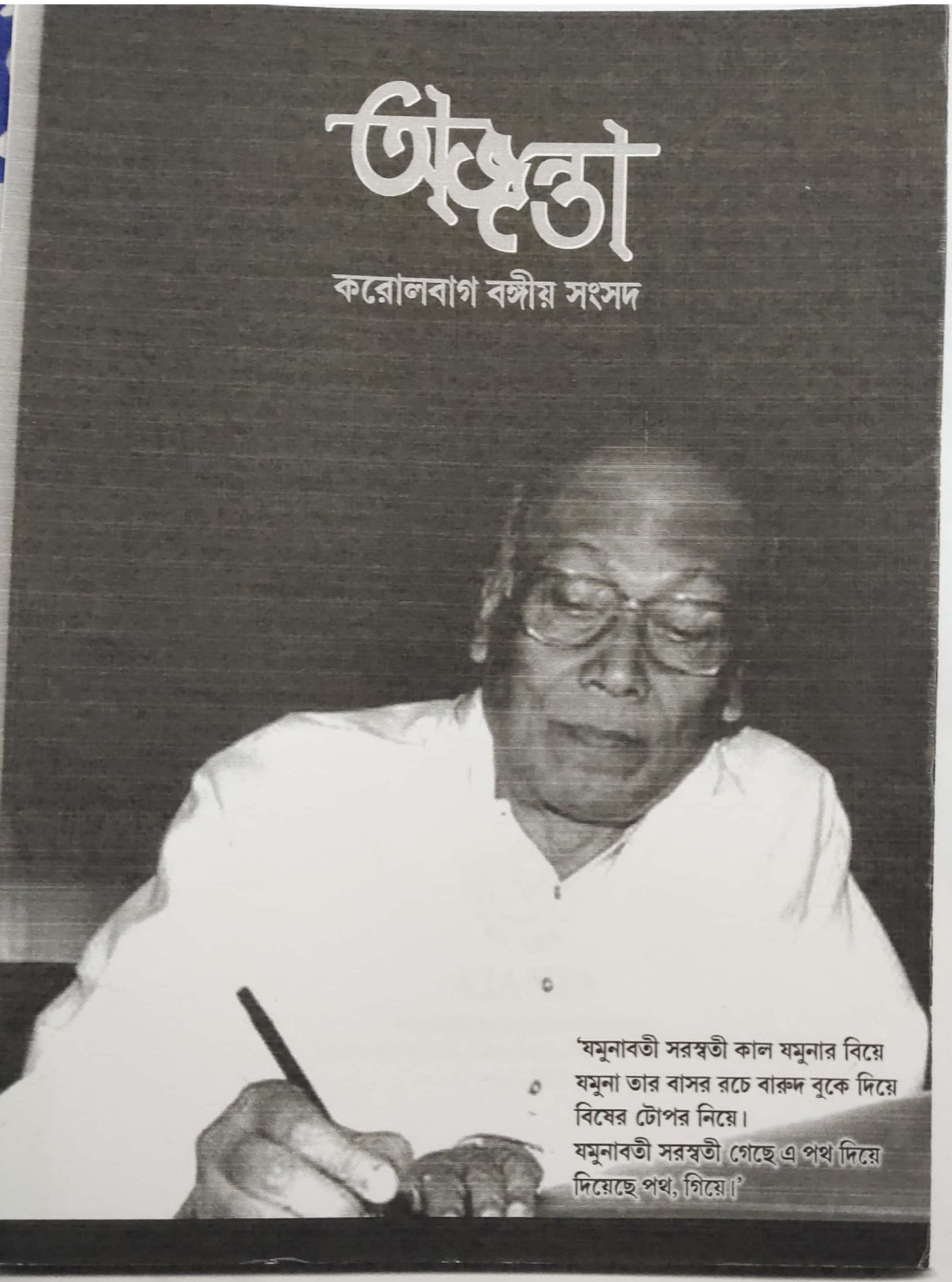

'যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে
বিষের টোপর নিয়ে।
যমুনাবতী সরস্বতী গেছে এ পথ দিয়ে
দিয়েছে পথ, গিয়ে।'

অন্বেষা

শঙ্খ ঘোষ বিশেষ সংখ্যা

(বৈশাখ ১৪২৮, এপ্রিল ২০২১)

AJANTA

Karolbagh Bangiya Samsad

3A/61-66 W.E.A. Karolbagh, New Delhi-110005

April, 2021

CamScanner

অঙ্কুরো

শঙ্খ ঘোষ বিশেষ সংখ্যা
বৈশাখ ১৪২৮, এপ্রিল ২০২১

সম্পাদক মণ্ডলী :
গৌতম ভট্টাচার্য, শ্রীমতী চক্রবর্তী,
কবিতা ব্যানার্জী, রমেন রায়, অতনু সরকার,
বিপ্রজিৎ পাল, রবীন চন্দ, নবেন্দু সেন

Peer Reviewed

প্রচ্ছদ
নবেন্দু সেন

লেজার কম্পোজ
রমা চক্রবর্তী

মুদ্রণ
রমা চক্রবর্তী
ডি-৬৩০, চিত্তরঞ্জন পার্ক,
নতুন দিল্লি-১১০০১৯
দূরভাষ : ৯২১৩১৩৪৪৮৭

প্রকাশক
করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ
৩-এ/৬১-৬৬, ডব্লু.ই.এ, করোলবাগ,
নতুন দিল্লি-১১০০০৫
দূরভাষ : ২৮৭৮১৫৭৮
ই-মেল : kbbs_newdelhi@yahoo.co.in

মূল্য : ৫০ টাকা

সূচীপত্র

শঙ্খ ঘোষ বিশেষ সংখ্যা

প্রসঙ্গক্রমে ৩
প্রণাম শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-২০২১) ৪

কবিতা
শঙ্খ বীণার তারে তারে / নবেন্দু সেন ৫
শঙ্খ ঘোষ / গৌতম দাশগুপ্ত ৫

গদ্য
আজি শঙ্খে শঙ্খে / নন্দিতা বসু ৬
শব্দের নির্মাণ : শঙ্খ ঘোষের কবিতা / শর্মিষ্ঠা সেন ৯
শঙ্খ শব্দ / রণজিত সমাদ্দার ১৬
কবি শঙ্খ ঘোষ / শিখা দত্ত ২৮
কবি শঙ্খ ঘোষের গদ্য / অপর্ণা আচার্য ৩১
বিজ্ঞ চোখ / বিতান চক্রবর্তী ৩৮
বাজুক শঙ্খ / কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২
শঙ্খ ঘোষের অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা - সময়ের জলছবি ও 'এখন সব অলীক' / শ্রীতা মুখার্জী ৪৪
বাবরের প্রার্থনা : ব্যক্তিগত পাঠকের পাঠপ্রয়াস / মুন্সী মহম্মদ ইউনুস ৪৯
আমার চোখে কবি শঙ্খ ঘোষ / শৈলেন সাহা ৫৩

প্রসঙ্গক্রমে

বস্তু বিষয় যখন শঙ্খ ঘোষ তখন 'প্রসঙ্গক্রমে' দায়িত্ব বহুগুণ বেড়েই যায়। বর্তমান সংখ্যার লেখাগুলিই তার প্রমাণ। তবু তারই মধ্যে একটা সূত্র সম্ভবত চিনে নেওয়াও সম্ভব। যেহেতু বিষয়টি তাঁর সারস্বত সাধনাকেন্দ্রিক সেই কারণেই বোধহয় বলা যায় কিছু লেখার জন্য কিছু শব্দের প্রয়োজন হয়।

এই সব শব্দের বিন্যাসে শব্দ এবং শব্দগুচ্ছের মধ্যেকার একটি আন্তরশৈলী উঠে আসে। একটি শব্দের পর আর একটি শব্দের অবস্থানগত যে ফাঁকাস্থান থাকে, যাকে শব্দের অন্তরায়ণ বলাও যেতে পারে। সেই নিঃশব্দের শব্দায়ন, সেই অব্যক্তর ব্যক্ততার আকর্ষণ সম্ভবত শঙ্খ ঘোষের ভাবনা ও তার প্রকাশ এক বিরল সত্য ও সৌন্দর্যের সারস্বত মেধা সৃষ্টি করে আছে। লক্ষিত হয় সেই স্তব্ধ গভীর আন্তরশৈলীর মধ্যেই কী বপুল বীণার ঝঙ্কারাভাস কী গভীর মহৎ মর্মস্পর্শীতায় প্লাবিত করে তোলে নিঃশব্দের বোধায়নকে। তা ছাপিয়ে যায় 'মূর্খ বড় সামাজিক' থেকে 'হৃৎকমলে ধুম লেগেছে' পর্যন্ত। তারপর আরও, আরো।

বর্তমান 'অজন্তা'র বিশেষ সংখ্যাটি তারই মূর্তক হয়ে উঠেছে। পাঠকেরা তার বিচার করবেন। নিশ্চয়ত্মাকের মধ্যেই প্রয়াসের সার্থকতা।

সবাই ভালো থাকুন। কুশলে থাকুন।

শুভক্ষণের প্রার্থনায়
সম্পাদক মণ্ডলী
'অজন্তা'
করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ

বৈশাখ, ১৪২৮
নতুন দিল্লি-১১০০০৫

শব্দের নির্মাণ : শঙ্খ ঘোষের কবিতা

শর্মিষ্ঠা সেন

আর কত ছোটো হব ঈশ্বর
ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালে
আমি কি নিত্য আমারও সমান
সদরে, বাজারে, আড়ালে?

— নিহিত পাতালছায়া, ১৯৬৭, 'ভিড়'

কলকাতার রাস্তায় বাসের মধ্যে ভিড়ের চাপে অসহিষ্ণু সহযাত্রী যখন বিব্রত এক কবিকে ঠেলে দিয়ে বলেন, 'একটু সরু হয়ে যান' — আর বাসবোঝাই যাত্রী হেসে উঠে তাকে পরোক্ষ সমর্থন জানায়, সে-কবির মনে হয় বড় বেশি স্থান দখল করে আছেন তিনি। কবিতায় উঠে আসে তাঁর সেই বিশুদ্ধ আত্মবীক্ষা! নিজের 'খেয়ালখুশি' মতো যিনি কবিতা লিখেছেন, তাঁর কবিতার সর্বাঙ্গে ধরা আছে তাঁর নানা সময়ের আত্মবীক্ষণ। নিজেকে বারবার আনুবীক্ষণিক যন্ত্রের নীচে ফেলে দেখা স্বভাব তাঁর। কবিতাই তাঁর সেই যন্ত্র। কবিতাই তাঁর সত্যে পৌঁছনোর সাধনা — তাঁর আত্মিক শুদ্ধস্নান।

১৯৩২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী অবিভক্ত বাংলার বরিশাল জেলায় তাঁর জন্ম, প্রকৃত নাম চিত্তপ্রিয় ঘোষ। দেশবিভাগের পরে এ-পার বাংলায় চলে আসেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে স্নাতক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর, পেশায় অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ ১৯৭৭-এ 'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যটির জন্য অকাদেমি পুরস্কার, ১৯৮৯-তে 'ধূম লেগেছে হৃৎকমলে' কাব্যটির জন্য রবীন্দ্র-পুরস্কার, ২০১৬ সালে ভারতের সবচেয়ে বড় সাহিত্য-পুরস্কার জ্ঞানপীঠ গ্রহণ করে সমগ্র বাঙালি জাতিকে সম্মানিত করেছেন। একত্রে অসাধারণ প্রজ্ঞা আর দরদী হৃদয়ের সমন্বয়ে গড়ে-ওঠা তাঁর কবিতা বিষয়ে কিছু বলতে গেলে নতজানু হয়ে বসতে হয়, এ আমার ব্যক্তিগত অনুভব। শঙ্খ ঘোষের কবিতা পড়তে বসে নৈর্ব্যক্তিকতার চোখ রাঙানিকে আমি কিছুতেই মানতে পারি না। হৃদয়ের অর্জনকে আন্তরিক সত্যকথনে প্রকাশ করেছেন যে কবি, এক নৈঃশব্দের ভাষ্যরচনা করে চলেছেন অনবরত, তাঁর কবিতার কব্জা, খিল, পেরেকের জোড় খুঁজতে চাওয়া অবান্তর।

শঙ্খ ঘোষের কবিতা আমার মধ্যে কী ভাবে সাড়া জাগায়? তাঁর কবিতা প্রায়শই আমাকে দাঁড় করিয়ে দেয় এক গহন আমি-র সামনে, প্রতিদিনের দিনযাপনে যে-আমিকে হারিয়ে বসে আছি অনেক দিন, আবার যার সাক্ষাৎ মেলে প্রায় প্রতিদিনই বাসে অথবা চৌরাস্তায়, কর্মক্ষেত্রে অথবা নিরাপদ চৌহদ্দীর মধ্যেই, তারপর মুখোমুখি বোঝাপড়ার আগেই টুপ করে ঝরে পড়ে সে, হারিয়ে যায় আবার। দু-এক ক্ষণের অন্যমনস্কতাকে তাড়িয়ে পরক্ষণেই আবার প্রাত্যহিকতায় ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। তাঁর কবিতা আমার সত্তার সেই মিসিং লিংক-এর কাজ করে। কবিতা পড়তে বসে অতিকথনের প্রগলভতা একেবারে ক্ষীণ